ই টা লি

আমেরিকায় বোমা হামলা এবং ইটালি

আমেরিকায় বোমা হামলার পর ইটালির বেশির ভাগ লোকেই মনে করছেন ইসলাম মানেই সন্ত্রাস, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা

লিখেছেন ইটালি থেকে **কাদের সিদ্দিকী অপু**

সসম্প্রতি আমেরিকায় সংগঠিত বোমা হামলা অস্থিতিশীল করে তুলেছে সমগ্র বিশ্বকে। ইউরোপের দেশগুলোতে এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আমেরিকা এবং মুসলমান। আমেরিকায় সংগঠিত মানবতা বিরোধী বোমা হামলার পর ইটালির জনগণের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি একটি বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আমি যেখানে কাজ করি সেটা একটি একুরিয়ামের অত্যাধুনি বিক্রয় কেন্দ্র। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের এবং উচ্চ শিক্ষিত অনেক লোকের আনাগোনা। অনেকের সাথেই অনেক প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়। ১১ সেপ্টেম্বরের পর এখন বেশির ভাগ আলোচনাই হয় আমেরিকা প্রসঙ্গে। বেশির ভাগ লোকের মধ্যেই মুসলমান এবং সন্ত্রাসকে এক করে দেখার প্রবণতা স্পষ্ট। ইটালির ক্ষমতার এক নম্বর ব্যক্তি Silvio Berlusconi প্রতিদিন তার বক্তব্যে মুসলমানদের ওপর বিষোদগার করছেন। মুসলমানদের প্রতি তার ক্ষোভ এতটাই তীব্র যতটা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশেরও নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকের সাথে আলাপ করেছি। এখানে বেশির ভাগ লোকেরই মুসলমানদের ব্যাপারে ধারণা নেতিবাচক। এখানে প্রায় সবারই ধারণা, ইসলাম মানেই সন্ত্রাস, মুসলমান মানেই সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা।

আমেরিকায় সন্ত্রাসী হামলার পর রাতারাতি ইটালির পার্লামেন্টে কিছু আইন প্রণীত হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সকল অবৈধ অভিবাসী অবিলম্বে দেশে ফেরত পাঠানো। ইতিমধ্যে কার্যকারিতাও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু আইনটির প্রয়োগ হচ্ছে মুসলমানদের ক্ষেত্রেই বেশি। ফলে ইটালিতে অবস্থানরত মুসলমানদের মধ্যে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। এই আইনটি নিয়ে কথা হয় Rita Dinatale নামে একজন ইটালিয়ান ভদ্রমহিলার সাথে। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যবসায়ী। শুধুমাত্র তার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে মন্তব্য করতে। তার দৃষ্টিতে ইসলাম শান্তির ধর্ম। সন্ত্রাস ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী অতএব মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। Rita যা মনে করেন তা অনেকটা এরকম– লাদেন আসলে কি? স্রেফ একজন টেররিস্ট। কোনো ধর্মীয় নেতা নয়। নিজ দেশ থেকে বহিষ্কৃত। সামান্য কিছু অনুচারী নিয়ে তার অবস্থান।

আমেরিকা কেন। কোনো দেশের বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার সামান্যতম হিম্মত সে রাখে না। যদিও প্রমাণীত নয় তারপরেও আমেরিকার বোমা হামলায় তার সম্পৃক্ততা মেনে নিয়ে বলা যায় এটা স্রেফ একটা গুপ্ত হামলা অর্থাৎ ক্রাইম। এ ধরনের একজন ক্রিমিনাল কোনো ধর্মীয় পরিচয় বহন করে না। আর আমেরিকার ভূমিকা নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এরকম, লাদেনের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয় আফগানিস্তানে আক্রমণ হবে আমেরিকার জন্য আত্মঘাতী। এতে আমেরিকার রাজনৈতিক অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বের এক নম্বর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রটি লাদেনের মতো সামান্য একজন সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না। বরং এ ধরনের অমার্জনীয় অপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলে আন্তর্জাতিক আদালতে এর বিচার হতে পারে। তা না করে আফগানিস্তানের মত নিম্ন শ্রেণীর একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র Rita'র মতামতের সাথে পৃথিবীর বেশিরভাগ বিবেকবান মানুষই একমত হবার কথা। তবে একমত নয় ইটালির বেশির ভাগ মানুষ।

সু ই ডে ন

সুইডেনে কুকুরের মাংস

হানকুকু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক উইলসন সুইডিশ খাদ্য পরিদপ্তরে আবেদন জমিয়েছেন যেন সুইডিশ মার্কেটে কুকুরের মাংস বিক্রি হয়। কিন্তু আইন বলছে অন্য কথা

কোরিয়ানরা মজাদার কুকুরের মাংস যে তৃপ্তি নিয়ে ভক্ষণ করে সেই তৃপ্তি থেকে সুইডিশরা কেন বঞ্চিত থাকবে বলে প্রশ্ন তুলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল-এর হানকুকু ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক সুইডিশ নাগরিক মি. সেভন উলফ উইলসন। সুইডিশ মার্কেটে কুকুরের মাংস বিক্রির জন্য তিনি ইতিমধ্যেই আবেদন জানিয়েছেন সুইডেনের খাদ্য পরিদপ্তরে। সুইডেনে শুয়োরের মাংস ব্যাপকভাবে প্রচলিত। খাদ্য পরিদপ্তর বলেছে না, কোনোই অসুবিধা নেই। তবে এই মুহূর্তে বাইরের দেশ থেকে কুকুরের মাংস আমদানি করা যাচ্ছে না। একটু সময় তো লাগবেই বিষয় বিবেচনা ও মার্কেট যাচাই করতে। তবে সুইডেনে যারা কুকুর জবাই করতে চায় তাদেরকে স্থানীয় স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা পরিদপ্তর অনুমতি দিলেই কুকুরের মাংস বাজারজাত করা যাবে। উদ্যোগ নেয়ার জন্য উইলসন প্রস্তাব দিয়েছেন সুইডেনের চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোকে। চীনের রেস্টুরেন্টগুলোতে কুকুরের মাংস-সংবলিত যে মেন্যু পরিবেশন করা হয় সেই মেন্যু সুইডেনেও পরিবেশনের জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু উইলসনের এই প্রস্তাবে স্থানীয় রেস্টুরেন্ট-গুলোর ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। বরং চাইনিজ, কোরিয়ান বা এশিয়ান রেস্টুরেন্ট-গুলো নেতিবাচক মন্তব্যই প্রকাশ করেছে। স্টকহোমের কোরিয়ান 'রেস্টুরেন্ট সিউল'-এর মালিক উন সুক বলেছেন, সুইডিশ সমাজে এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আমি এর বিরুদ্ধে। আমি নিজে কোরিয়ান হয়েও কুকুরের মাংস কখনও মুখে দেইনি আর আমার রেস্টুরেন্টে তা পরিবেশন করার তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি কোরিয়াতেও এই কুকুরের মাংস সাধারণ মানুষের আহার্য নয়। তাইওয়ানেও মেন্যু থেকে কুকুরের মাংস শীঘ্রই উঠে যাচ্ছে। এবং কুকুরের মাংস পরিবেশনের বিরুদ্ধে বা নিষিদ্ধ ঘোষণার পক্ষে আইনও তৈরি হচ্ছে। কারণ কুকুর মানুষের সহচর/সঙ্গী পোষ্য কোনো প্রাণীর মাংস অথবা চামড়া ব্যবহার করা যাবে না।

Delwar Hossain
Box 2029, 191 02 Sollentuna
Sweden

টো ।কি ।ও

গ্রীষ্মের ছুটিতে ফুজি মাউন্টেন

অনেক ওপরে ওঠার পর মনে হলো শূন্যে আছি। নিজেকে কেমন যেন হালকা মনে হলো। এ এক অন্য অনুভূতি

ফুজি মাউন্টেনে বাংলাদেশী শিশু-কিশোর

৮ জন পারিবারিক সদস্য নিয়ে আমরা ফুজি সান সফরের যাত্রা শুরু করলাম কামাতা স্টেশন থেকে সকাল ৮টায়। মাইক্রোবাসে আমাদের যাত্রা শুরু। মেধা, বুদ্ধি আর কৌশল দিয়ে মানুষ যে অসাধ্যকে জয় করেছে তা সত্যি অবাক করে। যতই দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি এও কি করে সম্ভব, কিভাবে গড়ে তোলা হয়েছে স্বচক্ষে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। পথে টুরিস্টদের জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে।

প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টার মধ্যে আমরা ফুজি মাউন্টেনের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম। পার্কিং-এ গাড়ি রেখে আমরা টিকেট কেটে টুরিস্ট বাসে রওনা হলাম। বাস ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে উঠছে। অনুভূতিটা অন্যরকম। এক সময় কানে শোনার আওয়াজ বেড়ে গেল, মনে হচ্ছিল আমি শূন্যে আছি। নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছিল। বাইরে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে। প্রায় ২৩০০ মিটার উঁচুতে এসে বাস আমাদের নামিয়ে দিল। এরপর থেকে শুরু হলো আমাদের পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ওঠার পালা। ফুজি সান-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। সবুজ, কালো ও লালে গড়া দৃশ্য। মাটি পুড়ে কোথাও কালো, আবার কোথাও লাল হয়ে আছে। আর আবহাওয়া মেঘলা। হঠাৎ করে কুয়াশার চাদর এসে প্রকৃতিকে ঢেকে দেয়। তখন ঘন কুয়াশা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আবার কিছুক্ষণ পরেই অদৃশ্য হয়ে প্রকৃতিকে উজ্জ্বল রশ্মিতে রঞ্জিত করে তোলে। সে দৃশ্য দেখলে মনে হয় না কিছুক্ষণ আগে এখানে কুয়াশার চাদর ছিল। ভিডিও করলাম, ছবি তুললাম। আবার রওনা হলাম, বাচ্চারা খুব আনন্দের সাথে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। বয়স্করা পিছিয়ে পড়লাম।

সাথে কোনো শীতের কাপড় নিয়ে যাইনি বলে সবার ছোট যে ছিল দুই বছরের। এক সময় দেখা গেল শীতে ওর ঠোঁট কালো হয়ে গেছে। ফুজি সানের সাত নম্বর ধাপে ভ্রমণকারীদের থাকার ব্যবস্থা আছে। একজন ৫ হাজার ইয়েনে একরাত থাকতে পারে। নামার সময় আমরা আর কিছুতেই নামতে পারছিলাম না। কারণ আমরা অনেকে পরে আসিনি স্যান্ডেল, যার জন্য পা বার বার স্লিপ কাটছিলো। অবশেষে দড়ি ধরে পেছন দিকে হেঁটে নামা শুরু করলাম এবং এভাবেই নিচে নেমে এলাম। রাত ৯টা নাগাদ ফিরে এলাম। ফুজি মাউন্টেন দেখে মনে হলো পৃথিবী কত বিশাল আর আমরা কত ক্ষুদ্র। এখনও কত কিছুই দেখিনি। কত বিশালতা আছে, কত বৈচিত্র্য আছে এ বিশ্বে।

Nilima, Tokyo, Japan

বা ।হ ।রা ।ই ।ন

আজকের আরব নারী

বাহরাইন মেয়েরা এখন নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে। ফিটিংস জিন্স, টি-শার্ট পরে হরহামেশাই

আরব মেয়েদের আর আগের অবস্থা নেই। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বাহরাইনে নিজস্ব গাড়িচালকের ৪০% মেয়ে। অফিস-আদালতে মহিলা কর্মীর সংখ্যা প্রায় পুরুষের সমান। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের চেয়ে অনেক বেশি। আরব মেয়েরা এখন আঁটসাঁট জিন্সের প্যান্ট, টি শার্ট পরে দিব্বি চলাফেরা করে। এক সময় তা ভাবাও যেতো না। মজার ব্যাপার, কোনো মেয়েকে এখানে বিয়ে করতে হলে ছেলে পক্ষ থেকে মেয়েকে 'মোহরানা' বাবদ নগদ অর্থ প্রদান করতে হয়। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েকে বাংলাদেশী টাকায় ৫/৭ লাখ টাকা দিতে হয়। বাহরাইনের মেয়েরা Gulf Co-operation Council (উপসাগরীয় তেলসমৃদ্ধ ছয়টি দেশ নিয়ে গঠিত) দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত। এখানকার মেয়েরা ইদানীং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার জন্য ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমাচ্ছে।

এ সংখ্যাটি কেউ পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকবো।

Sayedur Rahman
E-mail : naiminfc@batelco.com.bh.

সি ঙ্গা পু র

অবহেলায় মাতৃভাষা

নিজের মাতৃভাষা আর মাতৃভূমির চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে। প্রবাসে নিজের মাতৃভাষার বিকৃতি সত্যিই পীড়া দেয়...

আমি ছোট একটা কারখানায় কাজ করি। আমাদের কোম্পানির উৎপাদিত সামগ্রী হচ্ছে– সাইন বোর্ড , ব্যানার, নোর্টিশ বোর্ড। এর মধ্যে সাইন বোর্ড এবং ব্যানারের অর্ডারই বেশি। এসব সাইন বোর্ড এবং ব্যানার বেশির ভাগ তৈরি হয় বিভিন্ন নির্মাণ কোম্পানির নির্মাণ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে। এসব কোম্পানিতে চাইনিজ, তামিল, মালয়, থাইল্যান্ড এবং বাংলাদেশের শ্রমিক কাজ করে। এদের উদ্দেশ্যে কোম্পানি কর্তৃক নানা আদেশ, উপদেশ, নিষেধ থাকে। ইংরেজির পাশাপাশি স্ব-স্ব ভাষায় অনুবাদ করতে হয়।

বেশি সমস্যা হয় বাংলা এবং থাই ভাষা নিয়ে, সিঙ্গাপুরে এই দু'ভাষার কম্পিউটার কম্পোজ নেই বলে। হাতে আর্ট করে কম্পিউটারকে দিতে হয়। আর এ কাজটা আমাকেই করতে হয়।

গত দিন হোন্দাই কোম্পানির বেশ কিছু অর্ডার পেলাম।

১. Danger-Keep Out! ২. Safety Fi ৩. No Trespassintg ৪. No Smoking ৫. Danger High Voltage

উপরের ৫টি বাক্যের অনুবাদ করেছেন একজন বাংলাদেশী প্রকৌশলী যিনি (হোন্দাই কোম্পানিতে কর্মরত) ৩ নং এবং ৪ নং অনুবাদ করেছেন এভাবে–

৩। প্রবেশ নিষেদ। ৪। ধুমপান নিষেদ।

সঠিক বানান হবে 'ধূমপান' এবং 'নিষেধ'।

আমি সঠিক বানান লেখার জন্য আমার বস্‌কে জানালে সে বলল, প্রয়োজন নাই। তুমি অর্ডার পেপার অনুকরণ কর। আমার আর কি করার আছে, নিজের হাতেই ভুল বানানটা লিপিবদ্ধ করলাম। পাঠকমন্ডলী একবার ভেবে দেখুন। যে ভুলটা একজন পঞ্চম শ্রেণীর বালকের করার কথা নয়, সেই ভুলটা করে ফেলেছেন একজন প্রকৌশলী। তবে কি মাতৃভাষা, স্বদেশ-সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিকতার অভাব?

Lokman
Blk. 1024 Eunosave-3, # 01-19, Singapore

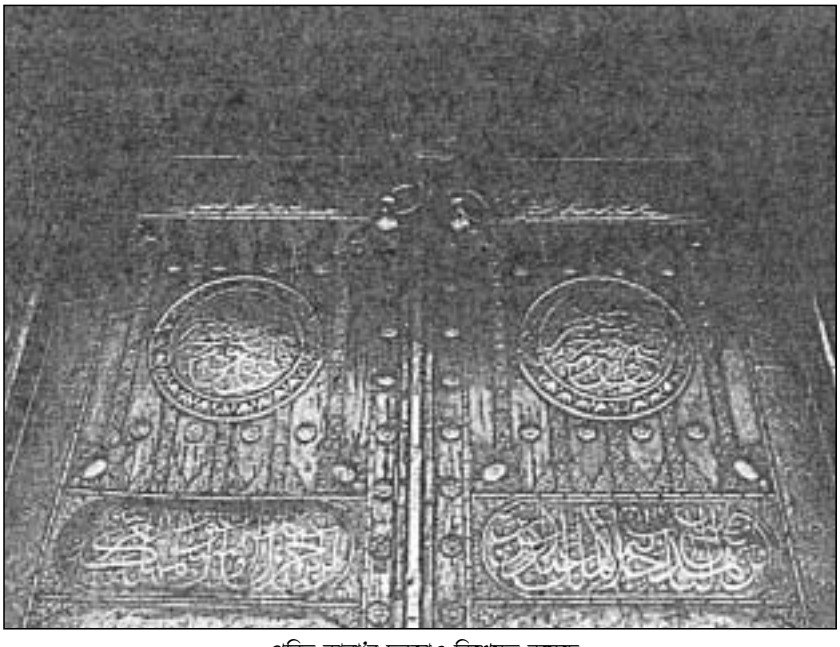

পবিত্র কাবা'র দরজাও বিশেষত্ব রয়েছে

ম ক্কা

ইসলামিক কারুকার্য

পবিত্র কাবা। এর দরজায়ও রয়েছে বিশেষত্ব আর ইসলামী ঐতিহ্যের ছাপ

পবিত্র কাবা শরিফের দরজা প্রায় তিন মিটার লম্বা। এবং এর প্রস্থও প্রায় ২ মিটার। কাবা শরিফের একটি দরজা প্রস্তুত করতে প্রায় এক বছর সময় প্রয়োজন হয়। ২৮৬ কেজি আসলী স্বর্ণ (৯৯৯, ৯৯%) দিয়ে এই দরজা প্রস্তুত করা হয়। এতে খরচ হয় সৌদি মুদ্রায় প্রায় ১৩ মিলিয়ন ৪২০ হাজার রিয়াল। যা প্রায় ৪ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার।

দরজায় কোরানের আয়াত আর ইসলামিক কারুকার্য রয়েছে। আল্লাহ আর নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নামের কারুকার্য খচিত এতে। কাবা শরিফের মূলত রয়েছে দুইটি দরজা। উপরে বর্ণিতটি আমরা প্রতিনিয়ত দেখি। আর ভেতরে রয়েছে আরও একটি দরজা। যার নাম হলো তওবা দরজা। উচ্চতা ২৩০ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৭০ সেন্টিমিটার। আর পুরুত্ব হলো ৭ সেন্টিমিটার। এর সবকিছুই মূল দরজার অনুরূপ।

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু
Holy Makkah, K.S.A